পণ্য

হাট বসেছে, হাট।

লোকে লোকারণ্য। ডালার মধ্যে সদ্য ধরা সাদা চকচকে মাছ নিয়ে বসেছে জেলে, ক্ষেত থেকে লাউ শশা বেগুন আর কাঁচা মরিচ নিয়ে বসেছে গরীব গেরস্থ। ছোট্ট দোকানে আল্‌তা, মেন্দী, সিঁদুর আর টুকিটাকি নিয়ে বসেছে মনোহারী, গামছা লুংগী ধুতি, কেরোসিন তেল আর লবণ নিয়ে বসেছে ছোট ব্যবসায়ী। ও পাশের দড়ি-বাঁশের বিরাট দাঁড়িপাল্লার পাশে বস্তা-বন্দী ধান-চাল নিয়ে বসেছে বড় ব্যবসায়ী। বস্তাভর্তি গাড়ী নামিয়ে রাখা আছে, পাশে বসে জাবর কাটছে গাড়ী টানা গরু-মোষ। থলি হাতে আসছে লোক। বাচ্চার হাত ধরে আসছে কেউ। ভেঁপুবাঁশী ডুগডুগি আর ল্যাবেনচুষও আছে হাটে। আছে ময়রার মিষ্টি, মাটির হাঁড়ি পাতিল আর রং করা মাটির খেলনা। হাজার পায়ের আঘাতে বাতাসে উড়ছে গ্রাম-বাংলার ধূসর ধূলো। সোঁদা একটা চিরপরিচিত গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। হাট বসেছে দক্ষিণ বাংলার গ্রামে, আজ থেকে মাত্র সাড়ে তিনশ' চারশ' বছর আগে।

হাটের ভেতরে দিয়ে সংগীসাথী নিয়ে যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গঞ্জালেস, ভীত সন্ত্রস্ত চোখে সরে যাচ্ছে সবাই। জলদস্যুদের মতো অজস্র পিতলের বোতাম লাগানো কোর্তা-পোষাক, কোমরে এধারে ঝোলানো বিরাট তলোয়ার আর ওধারে ঝোলানো পিস্তল নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে দক্ষিণ বাংলার মুকুটহীন সম্রাট সিবাস্তিন গঞ্জালেস। বাংলা থেকে কোথায় কতদূরে সেই পর্তুগাল! সেখানে না জানি কোন বাবা-মা'র কোলে জন্মেছিল সে। না জানি কিভাবে কেটেছে তার শৈশব, কি খেলা খেলত সে বন্ধুদের সাথে। উঠতি বয়সের আবিষ্কারগুলো কিভাবে এসেছিল তার জীবনে। সেই সুদূর পর্তুগালে ছেলেটা যখন বড় হচ্ছিল, বাংলার মানুষ ভাবতেও পারেনি ঐ অতদূরে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে ছোট্ট একটা কালো মেঘ ঘনীভুত হয়ে উঠছে বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলবার জন্য, বাঙ্গালীর অশ্রু, রক্ত আর আর্তনাদের ইতিহাসে অগ্নিস্বাক্ষর রেখে যাবার জন্য। সেই মেঘ যখন বাংলায় এল, প্রলয়ংকরী তুফানের মতই এল। ক্ষিপ্ত জলদস্যু-সর্দার হিসেবে বাংলায় পা রাখল গঞ্জালেস, এবং আর ফিরে গেলনা। সাথে রইল তার শক্তিশালী ক্ষিপ্রগতি নৌবহর আর দুর্ধর্ষ ছোট্ট একটা দল।

দৃঢ় গর্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গঞ্জালেস হাটের বিশেষ দিকটায়। সাধারণ হাটুরে মানুষ ত্রস্তে ওদিক থেকে সরে থাকে। কখনো ওদিকে পা মাড়ায় না, এমন কি চোখ তুলে তাকায়না পর্য্যন্ত। ভয়ে কেউ কারো সাথে ও বিষয়ে কথাও বলেনা। কাছে দূরে বাংলার অনেক কুঁড়েঘরে তখন কান্নার আওয়াজ গুমরে উঠছে। অস্ফুট গোঙ্গানীতে কাঁদছে বাঙ্গালী। কাঁদছে মা বাবা ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী। ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে কান্না শোনে মানুষ। বুঝে যায়, এবারে এ বাড়ীতে মরণছোবল দিয়েছে সিবাস্তিন গঞ্জালেস নামের ভয়াবহ দানবটা। এর পরে আবার কার পালা, কে জানে! বছরের পর বছর চলছে বাঙ্গালীর এ আর্তনাদ। কে শুনবে? কে রক্ষা করবে? কে বাঁচাবে গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে এ দানবের হাত থেকে? বাংলার অবাঙ্গালী সুবেদার? দিল্লী থেকে নিয়োগ করা সে সুবেদারের তো সময়ই নেই এ নিয়ে মাথা ঘামানোর। সময়ও নেই, শক্তিও নেই।

হাটের যে অংশটায় ভয়ে যায় না কেউ, সেখানে এসে দাঁড়াল গঞ্জালেস। সারি সারি রাখা আছে বিক্রীর পণ্য। যুদ্ধপোষাকে ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দিচ্ছে প্রভুভক্ত অনুচরের দল। তৃপ্তির হাসি গঞ্জালেসের ঠোঁটে। এ পণ্য উৎপাদন করতে তার একটি পয়সাও খরচ হয়নি। সময়ও

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন।
www.bornosoft.com

লাগেনি দু'দিনের বেশী। এখান ওখান থেকে নিয়ে এলেই হল। সারি সারি রাখা আছে বিক্রীর পণ্য। যে পণ্য নড়ে চড়ে কথা বলে। যার বুকে ধুক্‌ধুক্‌ করে হৃৎপিণ্ড। সময়ে সে ক্ষুধার্ত হয়, সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয়। সুযোগ সুবিধে পেলে স্বপ্নও দেখে।

ও পাশটায় গনগনে কয়লায় হাপর চালাচ্ছে কামার। লোহার শিক রাখা আছে জ্বলন্ত কয়লার ওপর। গনগনে লাল হয়ে আছে শিকগুলোর মাথা। ব্যবসা করতে গেলে সব রকমের সুবিধেই ক্রেতাকে দিতে হয়, ভাবল গঞ্জালেস। সে জন্যই তো তার ব্যবসা এত জমজমাট। অবশ্য এর জন্য প্রচুর আয়োজনও করতে হয়েছে তাকে। সশস্ত্র যোদ্ধা রাখতে হয়েছে, যুদ্ধের ট্রেনিং দিতে হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হয়েছে। তৈরী করতে হয়েছে সশস্ত্র নৌবহর। যার সামনে দাঁড়ানোর স্বপ্নও দেখেনা কেউ। সাহস পায় না দিল্লীর মোহরপ্রাপ্ত বাংলার অবাঙ্গালী সুবেদার।

বাংলার হাটে বাংলারই মাটিতে সারি সারি বসে আছে হাত-পা বাঁধা বাংলারই হতভাগ্য মানুষগুলো। ভয়াবহ আতংকে দুমড়ে গেছে চেহারা। অশ্রুর দাগ শুকিয়ে আছে গালে। আতংকে ত্রাসে প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা কমবয়সী ছেলেমেয়ে গুলো। ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দিচ্ছে গঞ্জালেসের বাঙ্গালী অনুচর। গনগনে কয়লায় প্রাণপন হাপর চালাছে বাঙ্গালী কামার। বিদেশী ব্যবসায়ী একটু আগে টিপে টিপে দেখে বেছে বেছে কিনেছে স্বাস্থ্যবান কিছু পণ্য। নিয়তির কি ঘোর অভিশাপে নিজেরই দেশে বিদেশীর হাতে ক্রীতদাস হয়ে গেছে বাঙ্গালী। যাদের বিক্রী করা হয়েছে, তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হল ঐ ওদিকে যেখানে উত্তপ্ত কয়লায় রক্তচোখে তাকিয়ে আছে লাল লোহার শিক। এবারে এসে দাঁড়ালেন মা' হুয়েন। বিশ্ববিখ্যাত চীনা পর্য্যটক এবং ঐতিহাসিক। কৌতুহলী অনুসন্ধিৎসু চোখে পরিমাপ করলেন পরিবেশটা। নোটবইতে কিছু লিখলেন। মনে পড়ল, ১৩৪৬ সালে পর্য্যটক-ঐতিহাসিক ইবনে বতুতাও বাংলায় দেখেছিলেন বাঙ্গালী-দাসের হাট। তিনি আশুরা নামের বাঙ্গালী মেয়েটাকে কিনেছিলেন এক দিনার দাম দিয়ে। তাঁর সংগী কিনেছিলেন লুলু নামের ছেলেটাকে, দুই দিনারে। মা-বাবার স্নেহের কোল থেকে, দেশের মাটির স্নেহের কোল থেকে কেড়ে নেয়া সেই বাচ্চাগুলো আজ কোথায়!

আকাশ ফাটানো চীৎকার ভেসে এল কামারশালা থেকে। গনগনে লাল শিকের সাথে মিশে গেছে বাঙ্গালীর রক্ত। ফুটো করে দেয়া হয়েছে হাতের তালু। যার ভেতরে লোহার শিকল পরিয়ে সারি সারি বাঙ্গালীকে বসিয়ে দেয়া হবে জাহাজের খোলের ভেতর। কাতর আর্তনাদ ছাপিয়ে উঠবে বাঙ্গালীর রক্তাক্ত হাতে বাওয়া সারি সারি দাঁড়ের শব্দ। পাল তুলে বিদেশীর জাহাজ রওনা হবে নির্দোষ হতভাগ্য মানুষগুলোকে নিয়ে, বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। খোলার ওপরের ছিদ্রপথে দিনে মাত্র একবার ফেলে দেয়া হবে কিছু অন্ন, কুড়িয়ে খাবে হতভাগ্য বন্দীরা। কল্পনা নয়। বিদেশীদের লেখা আমাদের ইতিহাস।

ভালো করে, খুব ভালো করে তাকাও। বহু শতাব্দীর অন্ধকারের ওপারে অস্পষ্ট একটা ছবি, তোমার-আমার অতীতের ছবি। শতাব্দীর নৈঃশব্দ ভেদ করে ক্ষীণ ভেসে আসছে অনেকগুলো দাঁড়ের ঝপাঝপ শব্দ। আমাদের বড় আদরের পূর্বপুরুষ চিরকালের জন্য ঐ চলে যাচ্ছে বিদেশীর ক্রীতদাস হয়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে বড় কষ্টে, বড় যন্ত্রণায়। ধীরে ধীরে আরও অস্পষ্ট হয়ে আসছে পানির শব্দ, দাঁড়ের শব্দ। নিকষ অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা। আন্তর্জাতিক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী চাঁদ সওদাগরের বারোশ' দাঁড়ের গর্বিত ময়ুরপংখী "মধুকর" নয় সেটা।

(পাদটীকাঃ- বাংলারই মাটিতে বাঙ্গালীর ক্রীতদাস হবার দুর্ভাগ্য অনেক শতাব্দীর। ১৬২৫ সালে মগরাজা থিরি থুডামার ব্যাপক হারে গণহত্যা করে ঢাকা পর্য্যন্ত জয় করেছিল, বিপুল

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন।
www.bornosoft.com

সংখ্যক বাঙ্গালীকে ক্রীতদাস করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ১৬৩৮ সালে থুডামারের মৃত্যুর পর মগদের মধ্যে গৃহযুদ্ধজনিত বিশৃংখলার সুযোগে যসব বাঙ্গালী পালিয়ে আসতে পেরেছিল, তার সংখ্যাই ছিল কয়েক হাজার)।

ফতেমোল্লা।

বর্ণসফটে পুনর্লিখিত॥
৮ই মে, ৩০ মুক্তিসন (২০০২)

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন।
www.bornosoft.com